জনগণের ভোটের অধিকার রক্ষায় আপসহীন থাকবে প্রশাসন

ড. সৈয়দ এনামুল কবির বলেন, “নির্বাচনে ভোটারের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসন সর্বোচ্চ সতর্ক আছে। কোনো অনিয়ম, প্রভাব বা চাপ সৃষ্টির চেষ্টা বরদাশত করা হবে না। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সবাই যেন নির্বিঘ্নে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন—এটাই আমাদের অঙ্গীকার।”

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে আজ সকাল ১১টায় উপজেলা হল রুম কর্মকর্তাবৃন্দ ও সুধীজনদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মেহেরপুর জেলার নবযোগদানকৃত জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ড. সৈয়দ এনামুল কবির এসকল কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, মেহেরপুরের মানুষ শান্তিপ্রিয়। মানুষের কল্যাণে প্রশাসন সর্বোচ্চ দায়িত্বশীলভাবে কাজ করে যাবে।

মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোঃ খায়রুল ইসলাম। সভাপতিত্ব বক্তব্য তিনি বলেন, “বাল্যবিবাহ ও মাদক নির্মূলে প্রশাসন ধারাবাহিকভাবে কাজ করছে। পাশাপাশি শীতের শুরু থেকেই অসহায় ও গরীব মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ চলছে। সমাজের দুর্বল শ্রেণির মানুষের যেন কোনো কষ্ট না হয় সেদিকে সর্বোচ্চ নজর রাখা হচ্ছে।”

এছাড়াও সভায় উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি ও সুধীজন উপস্থিত ছিলেন।

জনগণের অধিকার ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে ধানের শীষে ভোট

দিন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রায়পুর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের শালদহ গ্রামে বিএনপি কর্তৃক মহিলাদের নিয়ে এক উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার বিকেলে আয়োজিত এ বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও আগামী জাতীয় নির্বাচনে ধানের শীষ প্রতীক থেকে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী আমজাদ হোসেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান গাড্ডু, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি উপাধ্যক্ষ নাসির উদ্দিন, গাংনী উপজেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি সাজেদুর রহমান বুলবুল, বিএনপি নেতা অ্যাডভোকেট আতাউল হক আন্টু, গাংনী উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সভাপতি শহিদুল ইসলাম, সাবেক ছাত্র নেতা ও তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলম, গাংনী পৌর জাসদের সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভী, রায়পুর ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান সারগীদুল আলম, গাংনী পৌর বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান বাবলু, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হুসাইন, যুবদলের সদস্য ফারুক হোসেন, যুবদল নেতা মাহফুজ আলম রহিদুল।

বক্তারা বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, জনগণের অধিকার ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে দলের অবস্থান তুলে ধরেন।

উঠান বৈঠক শেষে আমজাদ হোসেন এলাঙ্গী, রায়পুরসহ বিভিন্ন গ্রামে গণসংযোগ করেন। এ সময় তিনি বিএনপির ঘোষণা করা ৩১ দফা কর্মসূচির লিফলেট বিতরণ করেন এবং আসন্ন নির্বাচনে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।

স্থানীয় নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে পুরো এলাকায় নির্বাচনী আমেজ আরও জোরদার হয়ে ওঠে।

লিফলেট বিতরণকালে রাস্তার দু’ধারে শতশত নারী ভোটার ধানের শীষের এমপি প্রার্থী আমজাদ হোসেনকে হাত তুলে অভিবাদন জানান।

শিক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তা নারীর অধিকার

নারীর অধিকার আজকের বিশ্বে আর কেবল একটি আলোচ্য বিষয় নয় বরং এটি মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায়ের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। শিক্ষা নারীর আত্মনির্ভরতার প্রথম শর্ত। আর সামাজিক নিরাপত্তা তার স্বাধীন ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের প্রধান ভিত্তি। একজন নারী যখন শিক্ষার আলোয় আলোকিত হন, তখন তিনি কেবল নিজের জীবনই নয়, পরিবার ও সমাজকেও উন্নতির পথে এগিয়ে নেন। একইভাবে, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা তাকে সহিংসতা, বৈষম্য ও অনিশ্চয়তা থেকে রক্ষা করে এবং সামগ্রিক উন্নয়নে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়। তাই শিক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তা নারীর অধিকার রক্ষার মূল ভিত্তি এবং টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত।

বিশ্বে নারী-পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান। সকল কাজে পুরুষের প্রাধান্য নারীকে পেছনে ফেলে দেয়। কিন্তু এই পৃথিবীর অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে পেছনে ফেলে কখনোই সামনে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ভবিষ্যৎ বিশ্বের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছুতে হলে নারীকেও সমানতালে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে। নারীর ন্যায্য অধিকারকে সমুন্নত করতে হবে। নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি জাতি সমৃদ্ধ হওয়ার পথে অগ্রসর হতে পারে। নারী শিক্ষিত হলে একটি গোটা জাতির উন্নয়ন সম্ভব। আর তাই নারী শিক্ষা হলো নারীদের অন্যতম প্রধান অধিকার। নারী শিক্ষায় বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। সরকার প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ছাত্রীদের জন্য শিক্ষাবৃত্তি এবং দশম শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে বই বিতরণের মতো কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সরকারের এসকল নীতি ও উদ্যোগের ফলে শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের ক্ষমতায়ন হয়েছে।

অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪ অনুযায়ী, বাংলাদেশে মোট স্বাক্ষরতার হার ৭৭.৯% এবং নারী ও পুরুষের সাক্ষরতার হার যথাক্রমে ৭৫.৮% এবং ৮০.১%। তবে বাংলাদেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা পুরুষ শিক্ষার্থীর সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেছে।

বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) এর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে প্রাথমিক পর্যায়ে মোট শিক্ষার্থীর ৫০.৭%, মাধ্যমিক স্তরে মোট শিক্ষার্থীর ৫৩% ছাত্রী ও উচ্চ মাধ্যমিকে মোট শিক্ষার্থীর ৪৮.৭৫% ছাত্রী। পাশাপাশি উচ্চশিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণও দিন দিন বাড়ছে। উচ্চশিক্ষায় মোট ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রী ভর্তির হার ৪৫.৫৭%, যা বিগত বছরগুলোর চেয়ে বেশ সন্তোষজনক।

২০২৫ সালে মেডিকেল কলেজগুলোতে ভর্তিকৃত মোট শিক্ষার্থীর প্রায় ৬৩% ছাত্রী ভর্তি হয়েছে। কারিগরি শিক্ষাতেও নারীদের অংশগ্রহণ বেড়েছে। কারিগরি শিক্ষাতে ২০২৩ সালে মোট শিক্ষার্থীর ২৯.৫৩% নারী ছিল, যা ২০২২ সালে ছিল ২৭.১২%। যদিও উচ্চশিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণ এখনো তুলনামূলকভাবে ধীর গতিতে বাড়ছে, তবে নারী শিক্ষার প্রসার দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে এবং নারীর ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। শিক্ষিত নারীরা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বেশি করে অংশ নিচ্ছেন। ১৯৯০-এর দশকে যেখানে কর্মসংস্থানে নারীর উপস্থিতি ছিল ২৪.৬৫%, বর্তমানে তা বেড়ে প্রায় ৩৭% হয়েছে। এটি দেশের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিতেও সহায়ক।

এছাড়া দেশে পোশাকশিল্পে নারী শ্রমিকের সংখ্যা ছিল প্রায় ৬০-৭৫%। শুধু শিক্ষাই নারীর একমাত্র অধিকার নয়। নারীর পূর্ণাঙ্গ শারীরিক ও মানসিক বিকাশে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে সমান অংশগ্রহণ করার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৯(৩) নং অনুচ্ছেদে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা নিশ্চিত করা হয়েছে। ২৮(২) নং অনুচ্ছেদে রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী, পুরুষের সমান অধিকার লাভ করবে বলে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি ২৮ (৪) অনুচ্ছেদে নারী ও শিশুদের জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়নের সুযোগও রাখা হয়েছে। এছাড়া ২৯ নং অনুচ্ছেদে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিক অর্থাৎ নারী ও পুরুষ সমান সুযোগ লাভ করবেন। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয়ভাবে নারীদের অগ্রযাত্রাকে সুষম করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সাংবিধানিকভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে নারীদের জন্য বিভিন্ন ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। বয়স্ক ভাতা কর্মসূচিতে মাসিক ৬৫০ টাকা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা মাসিক ৬৫০ টাকা এবং দরিদ্র মায়েদের মাতৃত্বকালীন ভাতা ৮৫০ টাকা করা হয়েছে। এসকল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় সঠিক ব্যক্তি যাতে

আইন, ২০১২; যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮ ইত্যাদি।

নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ ও নিপীড়ন দমন করতে আইনের বাস্তবায়ন করতে হবে। নারীদের সুরক্ষাজনিত সেবা আরও সহজীকরণ করা যেতে পারে। নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে কলসেবা নম্বর ১০৯ সম্পর্কে নারীদের সচেতন করা যেতে পারে। নারীদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে আইসিটি, ই-কমার্স ও ডিজিটাল কর্মসংস্থানে নারীদের প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনা আরও বৃদ্ধি করা যেতে পারে। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, সরকারি নীতি ও সামাজিক উদ্যোগে বাংলাদেশ নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। বর্তমান সরকার, সুশীল সমাজ, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া যদি যৌথভাবে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাহলে আইন প্রয়োগ, অর্থনৈতিক সমতা, সচেতনতা আর প্রযুক্তিগত সহায়তার মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি বৈষম্যহীন নারীবান্ধব রাষ্ট্রে পরিণত হবে। পাশাপাশি ২০৩০ সাল নাগাদ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) এর দারিদ্র্য দূরীকরণ, ক্ষুধামুক্তি, সুস্থ জীবন, মানসম্মত শিক্ষা ও লিঙ্গ সমতাসহ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারবে।

নারীর ক্ষমতায়ন শুধু কোনো লিঙ্গভিত্তিক বিষয় নয় বরং এটি একটি রাষ্ট্রের সামগ্রিক অগ্রগতি ও মানবিক বিকাশের সূচক। শিক্ষার মাধ্যমে নারীরা যেমন জ্ঞানে ও দক্ষতায় সমৃদ্ধ হয়, তেমনি সামাজিক নিরাপত্তার মাধ্যমে তারা পায় বাঁচার নিশ্চয়তা ও সামাজিক মর্যাদা। তাই নারী যেন শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয় এবং সমাজে নিরাপত্তাহীনতায় না ভোগে তার দায়িত্ব রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারের সকলের। নারী যখন নিরাপদ ও শিক্ষিত, তখনই একটি জাতি প্রকৃত অর্থে আলোকিত ও উন্নত হয়।

লেখক: সহকারী তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর

গাংনীতে কৃষক-শ্রমিকের অধিকার

নিয়ে এনসিপির মতবিনিময় সভা

মেহেরপুরের গাংনীতে কৃষক-শ্রমিকের অধিকার নিয়ে এনসিপির মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার বিকালে কৃষক-শ্রমিকের অধিকার নিয়ে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল পদমর্যাদার স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর ও এনসিপির যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট সাকিল আহমাদ।

এসময় তিনি বলেন, নতুন বাংলাদেশে নতুন সংবিধানের মাধ্যমে কৃষক-শ্রমিকের হিস্যা নিশ্চিত করতে হবে।

এ সময় কৃষকরা সারের অপ্রতুলতা, সরকারি বীজ ও প্রণোদনা না পাওয়া, কৃষিতে সিন্ডিকেটসহ নানা সমস্যার কথা তুলে ধরেন।

অ্যাডভোকেট সাকিল আহমাদ দ্রুত সময়ের মধ্যে এসব সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দেন।

তিনি কৃষক-শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং প্রান্তিক জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করতে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকার ওপর জোর দেন। সভায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ, কৃষি ও শ্রমিক সমাজের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

আমীর হামজার পরিচালনায় মতবিনিময় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন জাতীয় যুবশক্তির কেন্দ্রীয় সংগঠক সাজিদুর রহমান, মো. মুজাহিদুল ইসলাম, গাংনী উপজেলার যুগ্ম সমন্বয়কারী সবুজ রানাসহ আরো অনেকেই।

ঝিনাইদহে আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস পালিত

‘পরিবেশের তথ্য ডিজিটাল যুগে হোক সুনিশ্চিত’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস পালন করা

হয়েছে।

সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) ও টিআইবি’র আয়োজনে রোববার সকালে শহরের পুরাতন ডিসি কোর্ট চত্বরে বেলুন উড়িয়ে দিবসটি উদ্বোধন করা হয়। পরে সেখান থেকে একটি র্যালী বের করা হয়। র্যালীটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে পোস্ট অফিস মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।

সেখানে অনুষ্ঠিত হয় মানববন্ধন কর্মসূচীতে। এতে ঝিনাইদহের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সাইফুর রহমান, সনাকের সভাপতি এম সাইফুল মাবুদ, সদস্য এনএম শাহজালাল, নাসরিন ইসলামসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা, অবিলম্বে স্বাধীন তথ্য কমিশন গঠন, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ আইন সম্পর্কে সচেতন ও কার্যকর ব্যবহারে উদ্যোগ গ্রহণসহ বেশ কয়েকটি দাবী তুলে ধরেন।

বাংলাদেশে সবার অধিকার সমান: সেনাপ্রধান

সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান বলেছেন, ‘বাংলাদেশে সবার অধিকার সমান। এই দেশে ধর্ম-বর্ণের কোনো ভেদাভেদ থাকবে না। আমরা সবাই সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য বজায় রেখে চলছি, ভবিষ্যতেও চলব।’

গতকাল শনিবার (১৬ আগস্ট) বিকেলে ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে জন্মাষ্টমীর শোভাযাত্রা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

বাংলাদেশ একটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘এই দেশে শত শত বছর ধরে হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রিস্টান, পাহাড়ি-বাঙালি, উপজাতি—সবাই মিলে আমরা অত্যন্ত শান্তিতে সম্প্রীতির সঙ্গে বসবাস করে যাচ্ছি।’

তিনি বলেন, ‘আজকের এই দিনে আমাদের অঙ্গীকার হবে সম্প্রীতির এই সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ আমরা সব সময় বজায় রাখব এবং একসঙ্গে সবাই

শান্তিতে সুন্দরভাবে বসবাস করব। এখানে কোনো ধর্ম-জাতি, বর্ণ-গোত্রের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ থাকবে না। এই দেশ সবার।

সবাই আমরা এই দেশের নাগরিক। প্রতিটা অধিকার আমাদের; সবার সমান অধিকার এবং সেভাবেই আমাদের সামনের সোনালি দিনগুলো দেখতে চাই।’ ওয়াকার-উজ-জামান বলেন, ‘এখানে নৌবাহিনীর প্রধান ও বিমানবাহিনীর প্রধান আছেন। সারা দেশে সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন আছে।

আমরা সবাই মিলে আপনাদের পাশে থাকব। এক হয়ে আপনাদের সঙ্গে কাজ করে যাব।’
তিনি আরো বলেন, ‘ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ুক। এই আদর্শের ভিত্তিতে আমরা সুন্দরভাবে এ দেশে একসঙ্গে বসবাস করব।’

অনুষ্ঠানে বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খান বলেন, ‘শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা শুধু অসত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাহসই জোগায় না, ন্যায়ের পথেও চলতে শেখায়।’

‘এই বাংলাদেশ আমাদের সবার। স্বাধীনতাকে রক্ষা করা আমাদের সবার পবিত্র দায়িত্ব। সবাই মিলে কাজ করলে বিশ্বের মানচিত্রে এই বাংলাদেশকে একটি মর্যাদাশীল রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পারব’, যোগ করেন বিমানবাহিনীর প্রধান।

নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল এম নাজমুল হাসান বলেন, ‘আসুন, পারস্পরিক সহনশীলতার মাধ্যমে দেশকে আরো শক্তিশালী করি। শ্রীকৃষ্ণ যেন সমাজে ন্যায় ও আলোর সত্য প্রজ্জ্বলিত করেন।’

পরে প্রদীপ প্রজ্বালনের মধ্য দিয়ে তিন বাহিনীর প্রধান জন্মাষ্টমীর শোভাযাত্রার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। পলাশীর মোড় থেকে শুরু হয় জন্মাষ্টমীর বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। শোভাযাত্রাটি রাজধানীর বাহাদুর শাহ পার্কে গিয়ে শেষ হবে।

সূত্র: কালের কন্ঠ ।

তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হলে জনগণ সাংবিধানিক অধিকার ফিরে পাবে

দীর্ঘ ১৭ বছর আপনারা কোনো সাংবিধানিক অধিকার পাননি, আপনাদের ছেলে-মেয়েরা চাকরি পাননি, আপনাদের নাতি-নাতনিরাও চাকরি পাননি। আপনারা নিরাপদে চলাফেরা করতে পারেননি, ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারেননি। ইনশাআল্লাহ, তারেক রহমান যদি প্রধানমন্ত্রী হন, তাহলে জাতীয়তাবাদী আদর্শের শক্তিতে দেশের সমস্ত মানুষ সাংবিধানিকভাবে তাদের প্রাপ্য সবকিছু ফিরে পাবে বলে আমি মনে করি।

গতকাল শুক্রবার বিকেল ৫টার দিকে জেলা বিএনপি’র কার্যালয়ে বিএনপি’র চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ৮০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন জেলা বিএনপি’র সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

তিনি আরো বলেন, আপনারা ঐক্যবদ্ধ থাকবেন ঐক্যের কোন বিকল্প নেই। এই আহ্বায়ক কমিটি দেওয়ার পর অনেকেই মনে করেছিলেন, হয়তো বিএনপিকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব হবে না। কিন্তু মেহেরপুরের বিএনপি চেয়েছে একটি মুক্ত, স্বাধীন দল যাদের লক্ষ্য মুক্ত ও স্বাধীনভাবে রাজনীতি করা। তাই আজ সবাই একটি দলের পতাকার নিচে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, সেটি হলো জাতীয়তাবাদী দল। ৩১ সদস্য বিশিষ্ট এই আহ্বায়ক কমিটির মাধ্যমে আপনারা ঐক্যবদ্ধ রয়েছেন।

জেলা বিএনপি’র সদস্য আনছার উল হকের সভাপতিত্বে মাহফিলে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র যুগ্ম আহ্বায়ক ফয়েজ মোহাম্মদ, সদস্য আলমগীর খান ছাতু, হাফিজুর রহমান হাফি, কে.এম. খায়রুল বাশার, সাবেক পিপি অ্যাডভোকেট আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, রোমানা আহমেদ এবং পৌর বিএনপি’র সভাপতি আব্দুল লতিফ বিশ্বাস।

মেহেরপুর জেলা বিএনপি আয়োজিত দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন সদর উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম ও পৌর বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা।

এছাড়াও এসময় জেলা বিএনপি’র সদস্য মীর ফারুক, ওমর ফারুক লিটন, রেজাউল হক, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টু, জেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল হক, সিনিয়র সহ-সভাপতি মোশারফ হোসেন তপু, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকা বিল্লাহ, সদর থানা যুবদলের সাবেক সভাপতি হাসিবুজ্জামান স্বপন, সদর উপজেলা বিএনপি’র সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাকিবুল ইসলাম রিপন, পৌর বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক মীর জাহাঙ্গীর আলমসহ জেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

পরে বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করে দোয়া মোনাজাত করা হয়।

মুজিবনগরে শিশু অধিকার বিষয়ক ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত

মুজিবনগরে গুডনেইবারস বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি এর আয়োজনে শিশু অধিকার বিষয়ক ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত শনিবার বিকেলে মুজিবনগর আম্রকানন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এই শিশু অধিকার বিষয়ক ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়।

গুডনেইবারস বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি এর ম্যানেজার বিপুল রেমার সভাপতিত্বে ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের একাডেমিক সুপারভাইজার হাসনাইন জাহিদ, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সেলিম রেজা, আম্রকানন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি সিরাজুল ইসলাম, শিশু অধিকার বিষয়ক ক্যাম্পেইনে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে শিশু অধিকার, বাল্যবিবাহ, শিশুশ্রম, নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকার সুফল, ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনায় মনোযোগী হওয়া উপদেশ মূলক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন।

আলোচনা শেষে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ উপস্থিত থেকে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায়

বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

শিশু অধিকার বিষয়ক ক্যাম্পেইনে আম্রকানন মাধ্যমিক বিদ্যালয় এর ৩৬৫ জন ছাত্র ছাত্রী এবং শিক্ষক শিক্ষিকা বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ভোক্তা অধিকারের অভিযানে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে এক ব্যবসায়ীকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। বুধবার দুপুরে মেহেরপুর কোর্ট রোডে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মোহাম্মদ মামুনুল হাসান জানান, মেসার্স সাগর স্টোরে অনুমোদনবিহীন আইললি (জুস) বিক্রির দায়ে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। এছাড়াও ১৫ কার্টন শিশুখাদ্য ধ্বংস করা হয়।

তিনি আরও জানান, জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান চলমান থাকবে।

অভিযানকালে উপস্থিত ছিলেন নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মো. রিয়াজ মাহমুদ ও জেলা পুলিশের একটি টিম।

মেহেরপুরে ভোক্তা অধিকারের অভিযান, ৬১ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে ঔষধ, গ্যাস-সার ও প্রসাধনীর দোকানে ৬১ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

সোমবার (২৪ মার্চ) দুপুরে মেহেরপুর শহরের কোট রোড ও চাঁদবিল এলাকায় জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সহকারী পরিচালক মামুনুল হাসানের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানে মেসার্স সোহেলা মেডিকেলে ৪০ হাজার, মেসার্স আলমগীর ট্রেডার্স এন্ড বীজ ভান্ডারকে ২০ হাজার এবং সেন্টু স্টোরকে ১ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

অভিযান চলাকালে উপস্থিত ছিলেন জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহমুদ, কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মোঃ তারিকুল ইসলাম ও জেলা পুলিশের একটি টিম।

জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মামুনুল হাসান জানান, ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ অনুসারে মেয়াদ উত্তীর্ণ ও মূল্যহীন ঔষধ রাখা, লাইসেন্স বিহীন গ্যাস ব্যবসা পরিচালনা ও মেয়াদ উত্তীর্ণ কীটনাশক বিক্রয় এবং মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করায় তাদের বিরুদ্ধে এ জরিমানা করা হয়।